যুগান্তর

তারিখ 31 OCT 200২
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

ঢাবি'র ছাত্রদের পুষ্টিহীনতা

বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। প্রতিদিন দুইবেলা ভালভাবে আহারের সংস্থান তাহারা করিতে পারে না। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশের জীবন কাটে চরম দারিদ্র্যসীমায়। পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ তো দূরের কথা প্রতিদিন কোন রকমে একবেলা মোটা চাউলের ভাতের ব্যবস্থা করাও তাহাদের জন্য রীতিমতো দুঃসাধ্য ব্যাপার। এই যখন পরিস্থিতি তখন দেশের উল্লেখযোগ্য জনগোষ্ঠীর পুষ্টিহীনতা এবং এক-পঞ্চমাংশের বেশি শিশু নির্ধারিত মাত্রার চাইতে কম ওজন লইয়া ভূমিষ্ঠ হইবার তথ্যে খুব বিস্ময়ের কিছু থাকে না। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইন্সটিটিউটের গবেষণায় দেশের সর্বোচ্চ বলিয়া দেশ-বিদেশে স্বীকৃত এই শিক্ষায়তনের ছাত্রছাত্রীদের যে পুষ্টিচিত্র তুলিয়া ধরা হইয়াছে উহা প্রকৃতই উদ্বেগজনক। বিভিন্ন আবাসিক হলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পরিচালিত গবেষণায় দেখা যায়, ক্যান্টিন ও ডাইনিং হলে সরবরাহ করা অপর্যাপ্ত ও কম ক্যালরির খাদ্যের কারণে ৫২ শতাংশ ছাত্রছাত্রীই পুষ্টিহীনতার শিকার। অথচ এই খাবারের জন্যও তাহাদের প্রতি মাসে গড়ে ১ হাজার টাকার মতো ব্যয় করিতে হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সচ্ছল পরিবারের ছেলেমেয়েরাই ভর্তি হইবার সৌভাগ্য অর্জন করে। তাহাদের প্রতিদিনের খাদ্যের পুষ্টিমান এতটা হতাশাজনক হইলে অন্যত্র বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলের প্রতিষ্ঠানগুলির চিত্র কেমন হইবে উহা ভাবিলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়। সুস্থ-সবল দেহমনে জ্ঞান চর্চায় মনোযোগ নিবদ্ধ করিতে না পারিলে ভবিষ্যতে উচ্চশিক্ষিত এবং যথার্থ দক্ষতাসম্পন্ন জনশক্তির চাহিদা তাহারা কীভাবে পূরণ করিবে? গত কয়েক দশকে দেশের অগ্রগতি হয় নাই উহা বলা যাইবে না। খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের কারণে বিগত পাঁচ বৎসরে মাথাপিছু খাদ্যদ্রব্যের প্রাপ্যতা প্রতিদিন গড়ে ৪১৫ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৫৩৮ গ্রাম হইয়াছে। এই আশাব্যঞ্জক চিত্রের পরও এই বাস্তবতা উপেক্ষা করা যাইবে না যে দেশের ২ কোটির বেশি মানুষ এখনও কোন রকমে বাঁচিয়া থাকিবার মতো উপার্জন করিতে পারে না। এই সকল পরিবারের সন্তানেরা চরম অভাব-অনটনের মধ্যেই শিক্ষাজীবন চালাইয়া যায়। সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির পরিবর্তন না ঘটিলে দারিদ্র্য বিমোচন ও পুষ্টিহীনতা দূর করিবার যত প্রকল্পই গ্রহণ করা হউক না কেন উহাতে কাঙ্ক্ষিত ফল মিলিবে না বরং ঐগুলি বিবেচিত হইবে নিছক শো-পিস হিসাবে। দেশে খাদ্য ও পুষ্টিনীতি আছে, জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনাও আছে। কিন্তু ইহার প্রভাব এখনও মুষ্টিমেয়র মধ্যেই সীমিত। দারিদ্র্যচক্র হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য প্রয়োজন হইতেছে অর্থনীতিতে বড় ধরনের ব্রেক-থ্রু'র।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত মানসম্পন্ন খাদ্য পরিবেশনের জন্য সাবসিডি প্রদানসহ বিভিন্ন প্রস্তাব সময়ে সময়ে উঠিয়াছে। কেবল একটি মাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই ধরনের সুবিধা প্রদান করা কঠিন। তবে ছাত্রছাত্রীদের নিবিষ্টচিত্তে পড়াশোনার পরিবেশ সৃষ্টি করিতে যে কোন বিনিয়োগই কিন্তু পরিণামে দেশের জন্য সুফল বহিয়া আনিবে। শিক্ষা বাজেট প্রণয়নের সময় ছাত্রছাত্রীদের খাবারের মান উন্নয়নের বিষয়টি বিবেচনায় রাখা যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ কোটি টাকার বিশেষ তহবিল গঠন এবং উহা বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্ত অর্থ ছাত্রছাত্রীদের সাবসিডি প্রদানের জন্য ব্যয় করিবার প্রস্তাবটিও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিবেচনায় লইবে বলিয়া আমরা আশা করি।